

# রাঙ্গুলের চোখে দুনিয়া

[‘কিতাবুয যুহুদ’ গ্রন্থের অনুবাদ]

১



মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাল্লাহু)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খ.)

অনুবাদ :

জিয়াউর রহমান মুন্সী



মাকতাবাতুল বায়ান  
Maktabatul Bayan

# রাসুলের চোখে দুনিয়া

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-২৬৪৯

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ :

১ম মুদ্রণ: ২২ মুহাৱররম ১৪৩৯ হিজরি / ১৩ অক্টোবর ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

১ম সংস্করণ :

৩য় মুদ্রণ: ২৩ যুল-কা'দা ১৪৩৮ হিজরি/ ১৮ জুলাই ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

২য় মুদ্রণ: ১৭ রমাদান ১৪৩৮ হিজরি/ ১৩ জুন ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

১ম মুদ্রণ: ১ রমাদান ১৪৩৮ হিজরি/ ২৮ মে ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম

ওয়াকি লাইফ

মূল্য : ২৭৫ [দুই শ পঁচাত্তর] টাকা মাত্র।



মাকতাবাতুল বায়ান  
Maktabatul Bayan

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪

<https://www.facebook.com/maktabatulbayan>

*Rasuler Chokhe Duniya* (The World through the Eyes of the Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad ibn hambal translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition in 2017.

“

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ  
صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

“এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে গ্রীষ্মের একদিন এক বৃক্ষ-ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।”

[রাসূলের চোখে দুনিয়া, হাদীস নং ৩৪, ৬৪ ও ৭২]

[ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটি মৃত ভেড়া দেখিয়ে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لِلدُّنْيَا أَهْوُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا

“ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তাআলা’র নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।”

[প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯]

”

# বিষয়সূচি

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা	৯
অনুবাদকের কথা	১১
লেখক পরিচিতি	১৫
বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ	১৭
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া	১৮
আদম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১০৮
নূহ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১১৩
ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১১৭
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১২৩
আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১২৭
ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৩৩
মূসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৩৬
দাউদ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৫২
সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৬৬
ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৭৪

## দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পহেলা রমাদান আমরা *রাসূলের চোখে দুনিয়া* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুরুতে আমাদের মনে এই শঙ্কা কাজ করছিল—আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চপেটাঘাত করে এমন হাদীসের সঙ্কলন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হলে, আমাদের পাঠককুল আদৌ তা পড়বেন কিনা! কিন্তু আমাদের সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পহেলা রমাদান বাজারে আসা এই বইয়ের প্রায় সব কপি যোলো রমাদানের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়! ফলে সতেরো রমাদান আমরা এর দ্বিতীয় মুদ্রণে যেতে বাধ্য হই। আলহামদু লিল্লাহ, গতো চার মাসে এই বইয়ের তিনটি মুদ্রণ শেষ হয়েছে!

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমরা লিখেছিলাম, ‘*তারপরও কোনো সুহাদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।*’ আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠককুল এই আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। গত চার মাসে আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি নানা সংশোধনী ও আন্তরিক পরামর্শ। এসবের ভিত্তিতে আমরা আর পুনর্মুদ্রণে না গিয়ে, যথারীতি নতুন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

নানা সংশোধনী কার্যকর করার পাশাপাশি এই সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। যুক্তাক্ষর সরলীকরণের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির সর্বশেষ অভিধান-রীতির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠার বিস্তৃত সূচিপত্রকে পরিহার করে, প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনামকে সূচিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। ভেতরে প্রত্যেকটি হাদীসের দীর্ঘ শিরোনামকে হ্রস্ব করার পাশাপাশি কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু মূলগ্রন্থে হাদীসের কোনো শিরোনাম ছিল না, তাই এসব পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের মূলপাঠে কোনো

৮ ♦ রাস্মুলের চোখে দুনিয়া

পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বর্তমান সংস্করণটি নির্ভুল—এই দাবি করার দুঃসাহস আমাদের নেই। তাই যে-কোনো ভুল পাঠকবর্গের নজরে পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন মুদ্রণের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও পাঠকবর্গের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে এই গ্রন্থের মূলশিক্ষার আলোকে বিন্যস্ত করার তাওফীক দিন। আমীন!

সকল প্রশংসা জাহানসমূহের অধিপতি আল্লাহর।

রবের রহমত প্রত্যাশী

প্রকাশক

## অনুবাদের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দুনিয়া এক রহস্য-যেরা জায়গা! এখানে মানুষ আসে। শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ষিক্যে পৌঁছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। কোথেকে এলো, কেন এলো, কোথায় গেলো—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষের মনে বারবার উঁকি দেয়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার মোহ ও সুখ-ভোগের নেশার নিচে চাপা পড়ে থাকে।

দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কেন এখানে আসে, আবার কেনই বা এখান থেকে চলে যায়? এখানে তার করণীয় কী? দুনিয়ার কতোটুকু অংশ গ্রহণীয়, আর কতোটুকু বর্জনীয়?—এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের সূচনালগ্ন থেকেই নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কতিপয় দার্শনিকও নানাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে, অধিবিদ্যা (metaphysics)-এর এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের একমাত্র ভিত্তি হলো ‘আন্দাজ-অনুমান (speculation)’। বিপরীত দিকে, নবি-রাসূলদের জবাবের ভিত্তি হলো ওহি—নির্ভুলতম জ্ঞান।

দুনিয়া সম্পর্কে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়ীদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী—তা নিয়ে হিজরি দ্বিতীয় শতকের খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহিমাঃল্লাহ) একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম *কিতাবুয যুহ্দ*। ‘যুহ্দ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘দুনিয়া-বিরাগ’। গ্রন্থটির নবি-রাসূল অংশে তিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ুব, ইউনুস, মূসা, দাউদ, সূলাইমান, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবি-রাসূলের দুনিয়া-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রেখে বাংলা অনুবাদে এ অংশের নাম দেওয়া

হয়েছে *রাসূলের চোখে দুনিয়া*। ইন শা আল্লাহ, আমরা অচিরেই কিতাবুয যুহ্দ-এর বাদবাকি অংশ যথাক্রমে *সাহাবিদের চোখে দুনিয়া* ও *তাবিয়ীদের চোখে দুনিয়া* শিরোনামে প্রকাশ করবো।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাছল্লাহ) সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ যুহ্দ বা দুনিয়া-বিরাগ-এর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে এসব গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাছল্লাহ) বলেন, ‘*যুহ্দ-এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ইমাম আহমাদ-এর লিখিত গ্রন্থটি সর্বোত্তম।*’

ড. মুহাম্মাদ জালাল শারায়ফ আরবের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পাদনা করে ১৯৮১ সালে গ্রন্থটিকে *কিতাবুয যুহ্দ* শিরোনামে বৈরুতের *দারুল নাহ্দাতিল আরাবিয়াহ* থেকে প্রকাশ করেন। এর দু-বছর পর ১৯৮৩ সালে বৈরুতের আরেক প্রকাশনা সংস্থা *দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ* গ্রন্থটিকে *আয-যুহ্দ* শিরোনামে প্রকাশ করে। *রাসূলের চোখে দুনিয়া* প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মূলত *দারুল নাহ্দাতিল আরাবিয়াহ* সংস্করণটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোথাও পাঠ্যগত অস্পষ্টতা দেখা দিলে, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ* সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ‘*রাসূলের চোখে দুনিয়া*’ অংশে মুসা (আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার একটি বিবরণ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ বর্ণনার বেশিরভাগ অংশই নেওয়া হয়েছে ইসরাঈলিয়াত থেকে; তেমনিভাবে দাউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি জঘন্য মনগড়া গল্পবিশেষ অনুবাদ করা হয়নি, কারণ মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের মতে তা হলো কতিপয় বিকৃতরুচি ইয়াহুদি কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা গল্পের অংশবিশেষ। তাছাড়া নাহ্দা সংস্করণে লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর যুহ্দ নিয়ে আলোচনা থাকলেও, তাঁর নুবুওয়াতের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকায় আমাদের অনুবাদগ্রন্থে এ অংশটি রাখা হয়নি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাছল্লাহ) তাঁর কিতাবুয যুহ্দ গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করে গিয়েছেন, হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দেননি। পাঠকদের পাঠ ও উদ্ধৃতির সুবিধার্থে আমরা বাংলা অনুবাদে হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দিয়েছি। শিরোনাম চয়নে সংশ্লিষ্ট হাদীসের

শব্দাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও মূলভাব তুলে আনা হয়েছে। কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক যেসব হাদীস এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে “তুলনীয় হাদীস নং” শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন ২১৭ নং হাদীস শেষে লেখা হয়েছে—[তুলনীয়: হাদীস নং ৬৫; ১৫৮]। তার মানে হলো, ২১৭ নং হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার অনুরূপ বক্তব্য এ গ্রন্থের ৬৫ ও ১৫৮ নং হাদীসেও বিদ্যমান।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটি আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ হলেও নবি-রাসূলদের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আরবি পাঠ ও তারপর বাংলা অনুবাদ দিয়েছি; বিশুদ্ধ উচ্চারণের স্বার্থে আরবি স্বরচিহ্নও যুক্ত করেছি।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—তাসবীহ, আবু, ইয়াহূদী প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হুস্ব ই কার ও হুস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ উ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে দীর্ঘ স্বর রয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান ‘ওয়াহুইয়ু’ এবং প্রচলিত বাংলা বানান ‘অহি’—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, ‘ওহি’ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটি মূলত হাদীস-সংক্রান্ত। এতে লেখকের নিজস্ব কোনো অভিমত ব্যক্ত করা হয়নি; শুধু ধারাবাহিকভাবে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়ীদের বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল বর্ণনাকারী ও সঞ্চালক হলেন আহমাদ ইবনু হাম্মাল (রহিমাছল্লাহ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ। গ্রন্থটিতে বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সহ পরিচিত কোনো হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতি না থাকায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—উপরোল্লিখিত সকল হাদীস-গ্রন্থই রচিত হয়েছে আহমাদ ইবনু হাম্মালের পর। এদের মধ্যে ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ ছিলেন তাঁর ছাত্র।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল নিজেই হাদীসশাস্ত্রের একজন প্রথম সারির মুজতাহিদ ইমাম ও প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর *আল-মুসনাদ* গ্রন্থটির ন্যায় *আয-যুহুদ* গ্রন্থটিও তিনি নিজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে এগারো শত বছর পূর্বে এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও আমাদের জানামতে ইংরেজি, উর্দু কিংবা অন্য কোনো ভাষায় অদ্যাবধি এর কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে এ অনুবাদ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য আমরা সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো সুহুদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়াতে সেভাবে জীবনযাপনের সামর্থ্য দেন, যেভাবে তিনি তাঁর নবি-রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

[jarht@gmail.com](mailto:jarht@gmail.com)

## লেখক পরিচিতি

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাছল্লাহ) ১৬৪ হিজরি/৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। বাগদাদে তিনি আইন, হাদীস ও অভিধানশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য ইমাম আবু হানীফা'র প্রধান ছাত্র ও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের পাঠচক্রে হাজিরা দিয়েছিলেন। তবে বাগদাদে তিনি ছিলেন ইমাম শাফিয়ি'র একান্ত ছাত্র।

পরবর্তীতে তিনি হাদীসশাস্ত্রের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। বিশুদ্ধ হাদীসের সন্ধানে তিনি কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন ও শাম, মরক্কো, আলজেরিয়া, পারস্য, খোরাসান, মিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ কান্তান ও ওয়াকি ইবনুল জাররাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস পাঠ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ (রহিমাছল্লাহ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু’—এ-সংক্রান্ত মতবাদ মেনে না নেওয়ায় সমকালীন শাসকগোষ্ঠী তাকে দু-বছরেরও বেশি সময় আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি (রহিমাছল্লাহ) বলেন,

‘আমি দু-শতাধিক বিজ্ঞ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তবে আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর ন্যায় কাউকে দেখিনি। মানুষ সাধারণত পার্থিব যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তিনি সেসব বিষয়ের আলোচনায় যোগ

দিতেন না। জ্ঞানের কথা আলোচনা হলেই তিনি কথা বলতেন।’

তিনি শাসকদের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন। বই লিখে যে অর্থ পাওয়া যেতো— তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার কখনো কখনো কায়িক শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: *আল-মুসনাদ*, *আর-রাদ্দু আলায-যানাদিকাহ*, *কিতাবুয যুহুদ*। ‘আল-মুসনাদ’ নামক হাদীসশাস্ত্রের এ বিশ্বকোষটিতে তিনি প্রায় উনত্রিশ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন।

হাদীস চর্চার পাশাপাশি তিনি অজস্র আইনগত প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন, যা তাঁর ছাত্রবৃন্দ সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ‘হাম্মালি মাযহাব’ নামে ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেকটি গহণযোগ্য মাযহাব।

তিনি ২৪১ হিজরি / ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইস্তিকাল করেন। তাঁকে বাগদাদের মাকাবিরুশ শহাদা (শহীদি কবরস্থান)-এ দাফন করা হয়।

## বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যংশের অর্থ

- 🕌 ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রদিয়াল্লাহু আনহুনা’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 🕌 ‘রহিমাছল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সং ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

## মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া

মাসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব

[১] আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كَلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ

“যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন।”

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেওয়ার নিন্দা

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো—যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانَ فِي أُذُنِهِ أَوْ أُذُنَيْهِ

“সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।”

### সালাতের ধরন

[৩] আলকামা (রহিমাছল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের ধরন কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল মুঘলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম।’

### রুকু ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ

[৪] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু ও সাজদায় এসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

‘হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।’  
এটি ছিল কুরআনে [সূরা আন-নাছর-এ] বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ।  
[তুলনীয়: বুখারি, সহীহ, অধ্যায় ৬৫, সূরা ১১০, পরিচ্ছেদ ২, হাদীস নং ৪৯৬৮ (বাইতুল আফকার সংস্করণ)]

### বর্ম বন্ধক রেখে ইয়াহুদীর নিকট থেকে খাবার শ্রয়

[৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে বাকিতে খাবার কিনেছিলেন, আর জামানত হিসেবে ইয়াহুদিকে দিয়েছিলেন নিজের বর্মা।’  
[তুলনীয়: হাদীস নং ৯; ১০; ১৯৫]

### উত্তম আচরণ

[৬] আবু আব্দিল্লাহ জাদালি (রহিমাছল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো

কাউকে অশিষ্ট কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন।’

### যরোয়া কাজ

[৭] একব্যক্তি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেওয়া, জুতা মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৮; ২১০]

[৮] আসওয়াদ (রহিমাল্লাহু) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ঢুকে কী কাজ করতেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ২১০]

### ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ

[৯] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [ইন্তেকালের সময়] দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট—এসবের কোনো কিছুই রেখে যাননি; এবং তিনি কোনো কিছুর অসিয়তও করে যাননি।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ১০; ১৯৫]

[১০] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার-দিরহাম কিংবা দাস-দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম—যা ত্রিশ সা’ খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসেবে এক ইয়াহূদির নিকট সংরক্ষিত ছিল।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১৯৫]

### কখনও খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না

[১১] আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে

খেতেন, নতুবা খেতেন না।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪]

### দানশীলতা

[১২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো ‘না’ বলেননি।’

### দারিদ্র্য

[১৩] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ

‘তাঁর শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর এমন কোনো সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাঁদের নিকট এক সা’ পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল।’ অথচ তখন তাঁর ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর।’

[১৪] আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ১১]

### ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে সাড়া

[১৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘এক ইয়াহূদি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।’

### দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো খাবার ছিল না

[১৬] কুররা ইবনু ইয়াস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে বলেন, ‘আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দুই কালো খাবারের কোনোটিই